চতুর্থ দার্‌স
কিয়ামতের কিছু নিদর্শনঃ

الدرس الرابع
من علامات قيام الساعة

মহান আল্লাহ এ বিশ্বকে চিরস্থায়িত্বের জন্য সৃষ্টি করেন নি। বরং এমন এক দিন আসবে যেদিন এ দুনিয়া নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর সেদিনটাই হবে কিয়ামত দিবস। এটা একটি ধ্রুব সত্য যাতে কোন সন্দেহ নেই। মহান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় কিয়ামত আসবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করে না" (সূরা গাফিরঃ ৫৯) তিনি আরো বলেন, "কাফেররা বলে, কিয়ামত আমাদের কাছে আসবে না। তুমি বলে দাও, আমার প্রতিপালকের শপথ! কিয়ামত তোমাদের নিকট অবশ্যই আসবে।" (সূরা সাবাঃ ৩) কিয়ামত নিকটবর্তী একটি সত্য। মহান আল্লাহ বলেন, "কিয়ামতের মুহূর্ত নিকটবর্তী হয়েছে।" (সূরা ক্বামারঃ ১)। মহান আল্লাহ আরো বলেন, "অতি নিকটে এসে গেছে লোকদের হিসাব-নিকাশের মুহূর্ত অথচ তাঁরা এখনো গাফলাতের মধ্যে বিমুখ হয়ে পড়ে আছে।" (সূরা আম্বিয়াঃ ১) কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়াটা মানুষের অনুমানের মাপকাঠিতে নয় এবং তাদের জ্ঞান ও জানা-শুনার আলোকে নয়, বরং সেটা আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং দুনিয়ার গত হওয়া সময় হিসাবে খুবই নিকটবর্তী বলা হয়েছে।

কিয়ামতের মহূর্তটির জ্ঞান গায়েবের ইলম যা একমাত্র আল্লাহই জানেন। সৃষ্টির কাউকে তিনি এ বিষয়ে অবগত করেন নি। মহান আল্লাহ বলেন, "লোকেরা তোমায় জিজ্ঞাসা করে যে, কিয়ামত কখন আসবে? বলো, তার জ্ঞান আল্লাহর নিকট রয়েছে; তুমি কি করে জানবে। সম্ভবত তা খুব নিকটে উপস্থিত হয়ে গেছে।" (সূরা আহযাবঃ ৬৩) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এমন কিছু নিদর্শনের বর্ণনা দিয়েছেন, যা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা প্রমাণ করে। তম্মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, দাজ্জালের আবির্ভাব। সে হবে মানুষের জন্য এক মহাফিতনা, বিপর্যয় ও পরীক্ষা। মহান আল্লাহ তাকে অলৌকিক কতিপয় বস্তু সম্পাদন করার ক্ষমতা দিবেন। ফলে অনেক মানুষ ধোকার ধূম্রজালে আটকা পড়বে। সে আকাশকে নির্দেশ দিলে বৃষ্টি বর্ষণ করবে, ঘাসকে নির্দেশ দিলে উৎপন্ন হবে এবং মৃত্যু ব্যক্তিকে জীবিত করতে পারবে, আরো অনেক কিছু। আল্লাহর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, সে কানা হবে, জাহান্নাম ও জান্নাতের দৃশ্য ও নমুনা নিয়ে আসবে।সে যেটাকে জান্নাত বলবে, সেটা হবে জাহান্নাম এবং যেটাকে জাহান্নাম বলবে, সেটা হবে জান্নাত। এ পৃথিবীতে সে চল্লিশ দিন বাস করবে। প্রথম একদিন এক বছরের সমান, আরেক দিন এক মাসের সমান, আরেক দিন এক সপ্তাহের সমান, এবং অবশিষ্ট দিনগুলো স্বাভাবিক দিনের মত হবে। মক্কা ও মদীনা ছাড়া পৃথিবীর এমন কোন স্থান অবশিষ্ট থাকবে না, যেখানে সে প্রবেশ করবে না।

কিয়ামতের আরো নিদর্শনসমূহের মধ্যে হচ্ছে, পূর্ব দামেস্কের একটি সাদা মিনারে ফজরের নামাযের সময় ঈসা ইবনে মরিয়াম (আলাইহিস্ সালাম) এর অবতরণ। তিনি লোকদের সাথে ফজরের নামাজ আদায় করবেন। অতঃপর দাজ্জালকে খুঁজবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। কিয়ামতের আরেক নিদর্শন হচ্ছে, পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়। মানুষ যখন তা দেখবে, তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঈমান আনা আরম্ভ করবে কিন্তু সে ঈমান আর কোন কাজে আসবে না। এ ছাড়াও আরো অনেক কিয়ামতের নিদর্শন রয়েছে।